দামোদরের পলিসংস্কারের বরাত পেয়েছে বলে দাবি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ঃ এমন কথা অজানা রাজ্য সেচ দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ হাওড়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'জয়পুর সংহতি'র বেশ কিছু সদস্য বৃহস্পতিবার হঠাৎই দুর্গাপুর ব্যারেজ এলাকায় মঞ্চ তৈরি করে। তা দেখে উৎসুক মানুষের সাথে সাংবাদিকরাও খোঁজ নিতেই বেরিয়ে এল কিছু রহস্য। ওই সংস্থার বাস্তুকার নিজের নাম না জানালেও বললেন, জয়পুর সংহতি নামক একটি এনজিও-র পক্ষ থেকে একটি ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। তা জমা দিয়েছিলেন সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনে। তারা জানায়, দামোদরের পলি সংস্কারের জন্য কাজের বরাত পেয়েছে এই সংস্থা। ঝাড়খণ্ড থেকে হুগলি পর্যন্ত দামোদরের পলি তোলার কাজের জন্য ৩৭০০

কোটি টাকা দেওয়া হবে। এই পলি তুলে এরাজ্যের প্রায় ৪-৫ হাজার একর যে জমিতে পলি রাখা হবে সেই জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এতবড়ো প্রকল্পের কাজের কোন কথাই জানেন না রাজ্য সেচদপ্তরের সচিব গৌতম চ্যাটার্জী থেকে দুর্গাপুরের সেচদপ্তরের আধিকারীকরা। এমনকি স্থানীয় কোকওভেন থানাও জানে না এই মঞ্চ সেচ দপ্তরের জায়গায় কে বা কারা বেঁধেছে। দুর্গাপুর সেচ দপ্তরের বাস্তুকার এস কে সিং এই মঞ্চ দেখে আসেন এবং মঞ্চ খুলতে নির্দেশ দেন। কিন্তু জয়পুর সংহতি সংঘের সম্পাদক সুব্রত রায় জানায়, জয়পুর সংহতি একটি প্রকল্প তৈরি করেছে দামোদরের পলি সংস্কার নিয়ে। এই নিয়েই সার্ভের কাজ শুরু হবে। আমাদের সাথে ডিভিসি এবং রাজ্য সেচদপ্তরের আধিকারিকরাও থাকবেন। কিন্তু সেচদপ্তরের দাবি, ৩৭০০ কোটি টাকার এতবড়ো প্রজেক্ট আর আমরা তার কথা জানিইনা। পরে এক বিজেপি নেতাকে সাথে নিয়ে এনজিও-র সম্পাদক সুব্রত রায় ঘটনাস্থলে যায়। সে যে কাগজ দেখিয়েছে তাতে কোথাও দামোদরের ড্রেজিং-এর এনজিওকে কোন অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সেচদপ্তরের পক্ষ থেকে এনজিও প্রধান সুব্রত রায়কে ধমক দেওয়া হয়। সেচদপ্তরের বিনা অনুমোদনে এই মঞ্চ তৈরির কারণে এই এনজিওর বিরুদ্ধে বদ্ধজোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে। শেষমেশ এই মঞ্চ খুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এনজিও-র হয়ে সওয়াল করতে এসে রাজ্য শ্রমিক সেলের নেতা প্রবীর কুমার সরকার সব দেখে বলেন, এটা নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে আমায় নিয়ে আসা হয়েছে। আমায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমার আর বিশ্বাস নেই। বিজেপির এই শ্রমিকসেলের রাজ্যনেতা এই ঘটনা নিয়ে দলকে জানাবেন বলেও জানান। কিন্তু পুলিশ আটকে রাখে বিজেপির এই শ্রমিক সেলের রাজ্যনেতা-সহ ওই এনজিও কর্তা সুব্রত রায় এবং অন্যান্য এনজিও কর্মীদের।

পাণ্ডবেশ্বরে ধৃত ২ গরু পাচারকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বৃহস্পতিবার ভোর বেলা নিজের গোয়ালঘরে গরু বের করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান ফরিদপুর থানার এলাকার পানশিউলি গ্রামের উপর ডাঙ্গালপাড়ার সনাতন বাউরি। তিনি পেশায় চাষি। তিনি দেখেন, গোয়ালে তাঁর ২টি বলদই নেই। যার বাজার মূল্য প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। এখন মাঠে থেকে ধান তোলার কাজ চলছে। এই অবস্থায় তিনি চরম সমস্যায় পড়ে স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে এই খবর জানান। ফরিদপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার দেবাশিষ মন্ডল ও তাঁর সহকর্মীরা তৎপরতার সাথে খুঁজে বেড়ান এই গরুগুলিকে। শেষমেশ খোঁজ মেলে তিনজন ব্যক্তি একটি গাড়িতে করে গরুপাচার করার উদ্দেশ্যে পান্ডবেশ্বরের গোট্টাডিহি গ্রামের দিকে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পান্ডবেশ্বর পুলিশের সাহায্য নিয়ে গরুসমেত ২ পাচারকারীকে আটক করা হয়। কিন্তু অপরজন পালিয়ে যায়। ওই দুই পাচারকারীকে থানায় আটক করে গরুগুলিকে সিভিক ভলেন্টিয়ারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লাউদোহার ফরিদপুর থানা থেকে গরুর মালিককে ডেকে তাঁর হাতে বলদগুলি দিয়ে দেওয়া হয়। ধৃত ২ পাচারকারীর কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে, ওই পলাতক পাচারকারীই এই পাচারকান্ডের মূল কান্ডারী। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বিনোদন পার্ক, দলীয় অফিস ও ক্যালেন্ডার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ উদ্বোধন হল মা মাটি মানুষ পার্কের। আসানসোলের ভাঙাপ্রাচীর এলাকায় জিটি রোডের ধারে এই পার্কটি করা হয়েছে আসানসোল পুরনিগমের উদ্যোগে। বুধবার রাতে পার্কটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি-সহ অন্যানরা। অরূপ বিশ্বাস বলেন, সুন্দর এই সবুজ পার্কে শিশুরা খেলাধুলো করবে। এই সুন্দর পার্ককে চোখের মণির মত রক্ষা করার দায়িত্ব আসানসোলের মানুষের। পার্কটিকে সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। করা হয়েছে রক ফোয়ারা। সবুজ ঘাসের টিলা। এমন কি এক টুকরো দার্জিলিংকেও তুলে আনা হয়েছে এই পার্কে। চাবাগান ও কৃত্রিম ডুলির মডেলও রাখা হয়েছে সুন্দর এই পার্কে। পার্কটির ডিজাইন করেছেন আসানসোলের বিখ্যাত আর্কিটেকচার তাপস ঘোষ। অন্যদিকে মা মাটি মানুষ পার্কের পাশেই তৃণমূলের একটি দলীয় অফিসও উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার রাতে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই দলীয় অফিসটির উদ্বোধন করেন। সঙ্গে

ছিলেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, মেয়র পারিষদ অভিজিৎ ঘটক-সহ নেতৃত্বরা। এদিন উপহার ও শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেওয়া হয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। বিরাট আকারের মালা পরিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও আসানসোল পুরনিগমে এসে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভেসে গেলেন রাজ্যের যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বুধবার সন্ধ্যায় আসানসোল পুরনিগমে আসেন তিনি। এদিন পুরনিগমের একটি ক্যালেন্ডারও উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, বিধায়ক তথা এডিডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পুরনিগমের সমস্ত কাউন্সিলার ও পুরকর্মীরা। এদিন অরূপ বিশ্বাস চুকতেই তাঁকে ফুল ছুড়ে স্বাগত জানানো হয়। অরূপ বিশ্বাসের আগমনে পুরনিগমকে আলোর রোশনাই দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

পিছিয়ে গেল ব্লক সভাপতি নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা ব্লকে শাসকদলের সভাপতি নাই দীর্ঘদিন ধরে। জল্পনা ছিল ডিসেম্বরের ৫ তারিখেই পশ্চিম বর্ধমানের তৃণমূল জেলা সভাপতি ঘোষণা করবেন কাঁকসা ব্লক সভাপতির নাম। শাসকদলের শিল্পাঞ্চল জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন এবং কার্যকরি সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসায় মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য মাঠ পরিদর্শনের করনে। উপস্থিত ছিলেন শাসকদলের ব্লকের তিন নেতাও। নিচুতলার কর্মীরা ভেবেছিলেন কাঁকসাতে দাঁড়িয়ে ব্লক সভাপতি ঘোষণা করবেন জেলা সভাপতি। কিন্তু হতাশ হতে হয় শাসকদলের নিচুতলার কর্মীদের। ব্লক সভাপতি ঘোষণা করেন নি শাসকদলের জেলার কান্ডারিরা। সূত্রের খবর, ব্লকে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে ব্লক সভাপতি ঘোষণা করতে রাজি নন জেলার কান্ডারীরা। এই মুহূর্তে কোন একজনকে ব্লকের সভাপতি করে দিলে বাকি ২ জন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে বলে মনে করছেন দলের জেলা কান্ডারিরা বলে সূত্রের খবর। কাঁকসা ব্লকের শাসকদলের নিচুতলার কর্মীরা হতাশ জেলা নেতাদের ভূমিকায়। নিচুতলার কর্মীরা বলছেন, কাঁকসা ব্লকের সভাপতি নির্বাচন আদৌ পঞ্চায়েত ভোটে আগে হবে না। সূত্রের খবর, জেলা নেতারা আদৌ সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না একজনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে নাকি তিনজনের কমিটি করে পঞ্চায়েত নির্বাচন পার করা হবে। আসানসোল লবি চাইছে, যেকোন একজনকে ব্লক সভাপতি করে বাকি ২ জনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হোক ব্লক সভাপতির নির্দেশ মতো কাজ করার জন্য। তবে আসানসোল লবির নেতারা এটাও চাইছেন, বাকি দুইজনকে নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে দলের প্রার্থীদের জেতানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু দুর্গাপুর লবি চাইছে, তিন জনের কমিটি করে পঞ্চায়েত ভোট পার করা। শাসকদলের দুর্গাপুরের কার্যকরি সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, কাঁকসায় ব্লক সভাপতি নির্বাচন করা হবে দ্রুত। তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাসেই করা হবে সভাপতি নির্বাচন।

আদৌ কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কাঁকসা ব্লক সভাপতি নির্বাচন হবে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ডিসেম্বরেই সভাপতি ব্লক নির্বাচন হবে। তবে কাঁকসা ব্লকের শাসকদলের নিচুতলার কর্মীরা আদৌ বিশ্বাস করতে পারছেন না জেলা নেতাদের আশ্বাসবাণী। দলের নিচুতলার কর্মীদের মতে, জেলানেতারা ব্লক সভাপতি নির্বাচন করতে সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

মেশিন দিয়ে বালি তোলায় কাজ হারাচ্ছেন হাজার শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ মুখ্যমন্ত্রী আসছেন কাঁকসায় পশ্চিম বর্ধমানের প্রশাসনিক বৈঠক করতে। বৈঠক হবে বনকাটির রঘুনাথপুর মাঠে। মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অজয় নদের গার্ঘেয়া বসুধা বনকাটি, সাতকাহনিয়া অযোধ্যা। অজয় থেকে চলছে মেশিন দিয়ে বালি তোলা। বৈধ ও অবৈধ সব বালিঘাটেই চলছে মেছিন দিয়ে আর সাকিং পদ্ধতিতে বালি তোলার কাজ। কিন্তু তাতো হওয়ার কথা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল, লিজ প্রাপ্ত বৈধ বালিঘাটে মেশিন দিয়ে বালি তোলা যাবে না। শ্রমিক নিয়োগ করে বালি তুলতে হবে। ফলে বালি তোলার সাথে সাথে এলাকার গ্রামগুলির এক শ্রেণির বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু অজয়ে হচ্ছে তার উল্টো। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে মেশিন দিয়ে বালি তোলা। আর এই কারণেই অজয়ের গা ঘেঁষা বসুধা বনকাটি, সাতকাহনিয়া, অযোধ্যা গ্রামের হাজারের বেশি পরিবার কাজ হারিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে রয়েছেন। এই সব পরিবার বংশানুক্রমে বেলচা-কোদাল আর ঝুড়ি দিয়ে বালি তোলার কাজ করতো বালিঘাটগুলিতে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মেশিন দিয়ে বালি তোলার জন্য কাজ হারিয়েছে কাঁকসা জঙ্গলমহলের হাজারেরও বেশি পরিবার। অসহায় গরীব পরিবারগুলি আজ প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের কষ্টের কথা কি আদৌ সরকারিবাবুরা মুখ্যমন্ত্রীর কানে তুলবেন প্রশাসনিক বৈঠকে। গরীব পরিবারগুলির প্রশ্ন জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা জানাতে পারবেন তাঁরা চরম অভাবের মধ্যে রয়েছেন কাজ হারিয়ে। সাধন বাগদি, রুমা বাউরি, সুখি হেমব্রম, রাখাল মান্ডি বলেন, তাঁরা বংশানুক্রমে বালি খাদানের শ্রমিক। তাঁরা খাদানে বালি তুলতেন বেলচা-কোদাল আর ঝুড়ি দিয়ে। সংসার চলতো তাঁদের বালি খাদানে কাজ করে। কিন্তু বালিঘাট মালিকরা মেশিন দিয়ে আর সাকিং পদ্ধতিতে বালি তোলার জন্য তাঁরা আর কাজ পান না বলে জানান এই সব শ্রমিকেরা। বৈদ্যনাথ বাউরি বলেন, অজয়ের বালি খাদানগুলিতে হাজারের বেশি শ্রমিক বালি তোলার কাজ করতো কিন্তু এখন তাঁরা সবাই বেকার। সন্ধ্যা মাল বলেন, তাঁদের এলাকায় একশো দিনের কাজ নেই। বালি খাদানের কাজও বন্ধ। তাই তাঁরা চরম অভাবের মধ্যে রয়েছেন বলে জানান, এই মহিলা শ্রমিক। অজয় বালিঘাটে বালিঘাটের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে অসংখ্যবার শাসকদলের নেতাদের অনুগামীদের মধ্যে হয়ে গিয়েছে সংঘর্ষ। মাস খানেক আগে দুর্গাপুর মহকুমা শাসক অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করেন বালি তোলার মেশিন। কিন্তু তাতেও দমেনি বালিঘাট মালিকরা। মেশিন দিয়ে চলছে অবাধে বালি তোলা এবং প্রশাসনের চোখের সামনে। শাসকদলের জেলা সভাপতি থেকে এলাকার বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে। কিন্তু কেউ একবারের জন্যও যাচ্ছেন না কাছেই থাকা অজয়ের বালিঘাটে। গরীব পরিবারগুলির দাবি, অজয়ের ঘাটে যদি মন্ত্রীরা যেতেন তবে দেখতে পেতেন কিভাবে তাঁদের পেটে লাথি মেরে বালিঘাট মালিকেরা বালি তোলার কাজ করছে। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা বলেন, তিনি আবার একদিন অভিযান চালাবেন। সূত্রের খবর, প্রশাসনিক বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন শাসকদলের নেতাদের মদতেই বালিঘাটগুলিতে চলছে মেশিন দিয়ে বালি তোলার কাজ। সময় বলবে আদৌ কি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পর বালি খাদানের শ্রমিকেরা কাজ ফিরে পাবেন নাকি অনাহারে থাকবেন।

'জেলায় থাকবে না কাঁচা রাস্তা'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ আগামী ১ বছরের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় জেলাপরিষদের কোন রাস্তা কাঁচা থাকবে না। বৃহস্পতিবার একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন জেলাপরিষদের পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম। তিনি আরো জানান, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি চিঠি তিনি পেয়েছেন যে আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাঁচা রাস্তা বা যা মোরামের রাস্তা রয়েছে সেগুলিকে পাকা করার কাজ শুরু হবে। তার জন্য রাজ্য সরকার থেকে একটি তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই ৩৬টি রাস্তার কাজ শুরু হবে। তার টেন্ডারের কাজ শেষ হয়েছে। এরমধ্যে আরো ৫০টি রাস্তার কাজ শুরুর পথে। এছাড়াও রাজ্যসড়ক যোজনায় ২৯টি রাস্তার কাজ শুরুর পথে। রাজ্য সরকারের জেলাপরিষদের ৬৫টি রাস্তার কাজ শুরুর পথে। এদিন তিনি স্পষ্টভাষায় জানান, জেলাপরিষদের যে রাস্তাগুলি রয়েছে প্রায় ৯৫ শতাংশ রাস্তার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৫ শতাংশ রাস্তার কাজ ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যেই শেষ হবার পথে। তিনি জোরালোভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী ১ বছরের মধ্যে কোন কাঁচা রাস্তা থাকবে না। থাকবে না মোরাম রাস্তাও।

বাড়িমালিকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কাটোয়া শহরে এক ভাড়াটিয়া মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা কাটোয়া থানার শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন। বৃহস্পতিবার কাটোয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে যে, শ্লীলতাহানীর অভিযোগ আমরা পেয়েছি এবং প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় নামে বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় কে এদিন কাটোয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে যে, কাটোয়া শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মনসাপাড়ায় ভাড়া থাকতেন এক মহিলা। মহিলার অভিযোগ যে, তিনি বুধবার একাই ওই বাড়িতে ছিলেন। বাড়ির মালিক তাঁকে শ্লীলতাহানি করেছে বলে তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন থানাতে। বাড়ির মালিক প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। আদৌ তিনি ওই মহিলাকে শ্লীলতাহানি বা অন্য কোনো কিছুই খারাপ ব্যবহার তাঁর সঙ্গে করেননি। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছাত্রকে শাস্তি পেনের খোঁচা ঃ রক্তাক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ স্কুলে দুষ্টুমির জেরে রক্তাক্ত হল এক শিশু। বেসরকারি ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে লোকদেখানো কড়া শাসন করার অভিযোগ উঠলো। শিক্ষিকা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সামান্য বদময়িসির জেরে দ্বিতীয় শ্রেণির অংশুকে পেন দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠলো শিক্ষিকা বৈশাখী সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে। দুর্গাপুরের সিটিসেন্টার লাগোয়া পলাশডিহার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ঘটনায় চাঞ্চল্য।

বুধবার স্কুলে খাতার পাতা ছিঁড়ে বছর ছয়েকের অংশু। তাই তার কঠিন শাস্তি পেনের জোরালো খোঁচা। আর সেই ঘটনাকে আড়াল করতে অংশুকে এটাও শেখানো হল যে এটা তারই উঁচু ক্লাসের পাঠরত এক দাদা করেছে। বুধবার বেনাচিতির নিবেদিতা পল্লীর বাড়িতে ফিরে প্রথমে সেকথা জানাতেই চায়নি অংশু। কিন্তু তার বাবা মা রক্তাক্ত সন্তানকে দেখে তার অন্যান্য সহপাঠীদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে সত্যি ঘটনার কথা। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে ঘটনার লিখিত বিবরণ দিয়ে অভিযোগ জানান, অংশুর বাবা শুভ্রজিত স্যানাল। এর পাশাপাশি মহকুমা শাসকের দপ্তরেও একটি অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

অন্যদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষিকা বৈশাখী সেনগুপ্ত গোটা ঘটনাটিকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যে অভিযোগ বলে জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি ওই শিশুটির মানসিক সমস্যাও আছে বলে জানান তিনি। স্কুলের এক শিক্ষিকা তার এহেন আচরণ আলোড়ন ফেলেছে শিল্পশহরে। দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা এই স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে ডেকে পাঠানোর কথাও জানান।

মোবাইলের টাওয়ার বসানো নিয়ে প্রতারণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ মোবাইল টাওয়ার বসানোর টাকা নিতে এসে গ্রেফতার এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে গোপালপুরে। গোপালপুরে উৎপল দত্ত নামে এক বাসিন্দা তাঁর জমিতে মোবাইলের টাওয়ার বসানোর প্রতিশ্রুতি পেয়ে এক স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানির কাছে ১৫০০০ টাকার বীমা করান এক যুবকের কাছে। সেই যুবক আবার একই গ্রামের অন্য ব্যক্তির কাছে একই সংস্থার মোবইল টাওয়ার বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাস্থ্য বীমা করানোর জন্য টাকা চায়। এদিন দুপুরে টাকা নিতে আসে পূর্ব বর্ধমানের ছোটো নীলপুরের বাসিন্দা অয়ন বিশ্বাস আসে। গ্রামবাসীরা আগে থেকে ওতপেতে থাকে তাকে ধরার জন্য। গ্রামবাসীরা যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বারাবণীতে পঞ্চায়েতীরাজ সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবণীর লালগঞ্জ এলাকায় পঞ্চায়েতীরাজ সম্মেলন থেকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা যাতে একটি আসনও না পায় তার ব্যবস্থা করতে দলীয় কর্মীদের একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানালেন রাজ্যের যুবকল্যাণ মন্ত্রী ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস। তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দলীয় কর্মীদের মমতা ব্যানার্জীকে আদর্শ করে এগোতে বলেন। বলেন, তাঁরা প্রকৃত ধর্ম পালনকারী। মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন চাননা। তাঁরা বিবেকানন্দের আদর্শ মানুষরূপী ঈশ্বরের আরাধনায় রত। তাই এত সাধারণ মানুষের স্বার্থে সমাজমুখী প্রকল্প। সেই সামাজিক প্রকল্পগুলি তুলে ধরে মানুষের দরবারে যেতে হবে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, একক বিরোধী বলে কাউকে চিহ্নিত করছেন না তিনি। তৃণমূল সারাবছর পড়াশোনা করা ছাত্র। একশতে একশই পাবে। তাই একদিকে মা মাটি মানুষের দল তৃণমূল আর একদিকে জনগণ থেকে বিচ্যুত সিপিএম-বিজেপি- কংগ্রেস।

আপনাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কি সঠিক পদ্ধতিতে লেখাপড়া করছে?
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পড়লে যে কেউ ভীষণ ভালো Result করতে পারে।
লেখাপড়া নিয়ে বিজ্ঞান কি বলছে?
বিজ্ঞান বলছে জিন এবং পরিবেশ এক থাকলেও লেখাপড়ার পদ্ধতি-ই সমস্ত তফাৎ গড়ে দেয়!
একই শিক্ষক, একই বই, একই ক্লাসরুম, এমনকি একই গৃহ শিক্ষক অথচ ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল ১০০ রকমের! কি কারণ ভেবে দেখেছেন কি!
লেখাপড়া করার সময় কয়েকটি সহজ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে পড়লে যে কোন ছাত্রছাত্রী তার মনঃসংযোগ, মনে রাখার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস ও মনের সুপ্ত শক্তি কয়েকগুণ বাড়িয়ে সমস্ত বিষয়ের দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে যে কোন পরীক্ষায় ভীষণ ভালো Result করতে পারে.....
অন্যতম উপায় : মন্তীন্দ্র দেবনাথের Memory, Concentration এবং Mind Training যা আপনাদের ছাত্র-ছাত্রীদের করে তুলবে সাধারণ থেকে অসাধারণ.....
বিস্তারিত জানতে যে কোনও একটি ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের সেমিনারে সরাসরি চলে আসুন...
কোথায়? কবে? কখন?
আরামবাগ | 09.12.2017 শনিবার | 5 p.m.-7.30 p.m.
রবীন্দ্রভবন | 10.12.2017 রবিবার | 11 a.m.-1.30 p.m. 5 p.m.-7.30 p.m.
MAA SARASWATI EDUCATIONAL FOUNDATION
Contact - 9732592988/9732144661/9564594626
www.lifeskillmantra.com
সেমিনারেপ্রবেশের নিয়মাবলী ঃ
• Class III থেকে XII এবং Graduation-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই প্রশিক্ষণ।
• ছাত্রছাত্রীদের মা অথবা বাবা অথবা মা-বাবা উভয়ের সাথে আসতে হবে (বাধ্যতামূলক)
• নির্ধারিত সময়ে সেমিনার শুরু হবে এবং সেমিনার শুরুর ৫ মিনিট আগে গেট বন্ধ হবে।
• প্রবেশপত্র সেমিনার স্থলে, সেমিনারের ১ ঘন্টা আগে থেকে পাওয়া যাবে।
• ছাত্র-ছাত্রী প্রতি প্রবেশ মূল্য ৩০ টাকা মাত্র। মা এবং বাবার জন্য প্রবেশ মূল্য লাগবে না।
• আমাদেরপ্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদেরপ্রবেশ অবাধ।
• ৮ বছরেরনীচে ছেলে-মেয়েদেরপ্রবেশ নিষেধ।

বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্র
INFERTILITY CARE UNIT
খাতড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ, খাতড়া, বাঁকুড়া
ডাঃ বিশ্বজিত ঘোষ
Trained in Semenology and IUI (Delhi)
Advanced ART course in Embryologist. (Delhi)
সময় : প্রতি সোমবার সেন্টার ইনচার্জ : রাজীব ভট্টাচার্য্য।
মোবাইল : ৯৭৩২৬৯৮৮০১
এখানে নার্সিং (VNM) ও প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222